Contents

FOREWORD

প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আরা লেখা
ফরিদপুরের উপভাষার সংবর্তন : ধ্বনি সংবর্তন । 1

PROF. S.G. DANI
DYNAMICS OF NUMBERS । 18

NALANDA ROY AND CHASE SHERROD
TRIUMPH, TRAGEDY, AND THE UNKNOWN : THE FUTURE OF TIMOR-LESTE । 24

PROF. AMENA NORA PASSAH
ORAL TRADITIONS, MEMORIES, SONGS : A RELOOK AT SOCIETY AND CULTURE IN THE KHASI-JAINTIA HILLS । 35

DR. SARTHAK ROYCHOWDHURY
THE VISIBLE HANDS OF GOD । 44

DR. LALITA AGRAWAL
ROLE OF INNER PEACE IN MAINTAINING WORLD PEACE । 50

SARAMA DAS
TRANSFORMING OF COLLEGE LIBRARY: SHARING EXPERIENCES । 56

SK SARIFUL ISLAM AND D.P.MUKHERJEE
IMPLEMENTATION OF ICT IN THEORY AND PRACTICE । 63

NEWTAN BISWAS AND PROF. JAYANTA METE
OBLIGATIONS OF THE SECONDARY SCHOOL TEACHERS OF WEST BENGAL TOWARDS THEIR PROFESSION AND COLLEAGUES । 62

DR. SRABANTI MUKHOPADHYAY
SMARTPHONE – HABIT OR ADDICTION OF THE STUDENTS? । 75

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
উপ-উপাচার্য, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফরিদপুরের উপভাষার সংবর্তন : ধ্বনি সংবর্তন

ভূমিকা

ফরিদপুর বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের একটি প্রশাসনিক জেলা। ফরিদপুর জেলাটি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ফরিদপুর পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। এই জেলায় মোট আটটি উপজেলার মধ্যে ফরিদপুর সদর উপজেলা সবচেয়ে বড় (৪০৭.০২ বর্গ কি.মি.) এবং ছোট উপজেলা আলফাডাঙ্গা (১৩৬ বর্গ কি.মি.)। আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১ অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,৫৬,৪৭০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৮,৯৩,৩৫৮ এবং মহিলা ৮,৬৩,১১২ জন। এখানে সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ নানা ধর্ম-বর্ণের লোকেরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ *বাংলাপিডিয়ার* ভাষ্যমতে ফরিদপুর জেলার আয়তন : ২০৭২.৭২ বর্গ কি.মি.। অবস্থান : ২৩°১৭´ থেকে ২৩°৪০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২৯´ থেকে ৯০°১১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা : উত্তরে রাজবাড়ী এবং মনিকগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে গোপালগঞ্জ জেলা, পূর্বে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলা, পশ্চিমে নড়াইল ও মাগুরা জেলা (বাংলাপিডিয়া : ২০১১ : পৃ. ১৫২)।

বাংলা ভাষার ব্যকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আধুনিক প্রয়াস সঞ্জননী ব্যাকরণ । সঞ্জননী ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী বাংলা ভাষার সংবর্তনগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। এ পর্যন্ত বিস্তৃত ও পূর্ণ সংবর্তনী ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় নেই। বাংলা ভাষায় সংবর্তনগুলিকে বিশেষত আন্বয়িক সংবর্তনগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন আমার প্রিয় শিক্ষক ভারতের পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী। এ বিষয়ে তিনি ১৯৭৯ থেকে এ পর্যন্ত গবেষণা করে চলেছেন নিজস্ব পদ্ধতিতে।

১.০ সংবর্তন-সঞ্জনন

Transformation এবং Generation - এর বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে যথাক্রমে, সংবর্তন ও সঞ্জনন। অনেকে রূপান্তর এবং সৃজনমূলক শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। সাধারণভাবে Transformation - এর যে কোনো ক্ষেত্রেই বাংলা পরিভাষা 'রূপান্তর' বা 'পরিবর্তন' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে যে Transformation - এর কথা বলা হয়েছে বা Chomsky যে Transformation Generative তত্ত্বের কথা বলেছেন তা ঠিক রূপান্তর বা পরিবর্তন নয়। Transformation - মানেই যে একটি রূপ বদলে অন্য রূপ হবে তা নয়। আবার Transformation - এর ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা দিলেও তা আসলে অধোগঠনকেই অধিগঠনে নিয়ে আসা। সম্ + √বৃৎ + ণিচ + অন (ভা), এখানে 'বর্তন' অর্থ স্থাপন। এই 'বৃৎ' ধাতু থেকেই বর্তমান (বিদ্যমান থাকা অর্থে), বর্তানো (অর্সানো, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হওয়া), বর্তিত (নিষ্পাদিত অর্থে) প্রভৃতি শব্দ এসেছে। এখানে 'সংবর্তন' অর্থে বিশেষভাবে স্থাপন বা নিষ্পাদন অর্থাৎ অধোগঠন থেকে সম্যকরূপে পাওয়া একটি গঠনরূপ বোঝাবে। Transformational এর পরিভাষা হল সংবর্তনী। বিশেষত রূপান্তর বা Substitution একটি বিশেষ ধরণের সংবর্তন। রূপান্তরমূলক বললে সংবর্তনের সব কটি প্রকার বোঝাবে না। [চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৭৭-৭৮]

Generation তৈরি করা বা উৎপাদন করা অর্থে ব্যবহৃত। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে উৎপাদিত বাক্য বা ভাষা হলো - Generation। বাংলা পরিভাষা- সঞ্জনন। [সম্ + √জন্+ ণিচ+ অন (ভা)]।

Generative - এর পরিভাষা হিসাবে সঞ্জননী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমরা Transformational Generative Grammar বলতে পবিত্র সরকার-কৃত সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ পরিভাষাটি গ্রহণ করব। Generative-এর বাংলা 'সৃজনমূলক'ও চলতে পারে।

সংবর্তন অনেকটা এই ধরণের -

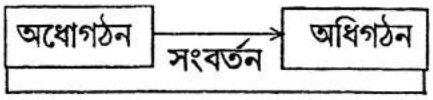

বাক্য সঞ্জনন (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৭৮)

১.১ সঞ্জননী ব্যাকরণ

পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্রের মাধ্যমে আমরা যে অধোগঠন অর্থাৎ আদর্শ বা যুক্তিনিষ্ঠ গঠনগুলি পেলাম তা মূলত আমাদের পারঙ্গমতাবোধের মধ্যে থাকে। ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পাই বাক্যের অধিগঠনকে। এই অধিগঠনে যাওয়ার সময় নানাবিধ সংবর্তন ঘটে। এই সংবর্তন হওয়ার ফলে অধিগঠনটি আর অধোগঠনটি হুবহু এক থাকে না । অথচ ঐ অধোগঠনটিই প্রাপ্ত বাক্যের অধিগঠনেরই প্রাথমিক গঠন এবং এই গঠন থেকেই আমরা ঐ অধিগঠনটি পেয়েছি। এইভাবে অধোগঠন থেকে অধিগঠনে যাওয়াকে বলা হয় বাক্য সঞ্জনন। যে ব্যাকরণে এই বাক্য সঞ্জনন আলোচিত হয় তাকে সঞ্জননী ব্যাকরণ বলে। (চক্রবর্তী : ২০১৩ ঃ পৃ. ৭৮)

এই গ্রন্থে আমরা ফরিদপুরের উপভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের বিভিন্ন ধরণের সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করব। এই সংবর্তন মূলত সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ অনুসারে। সংবর্তন নানা স্তরে ঘটে একটি বাক্যকে নানা রকম রূপ দিয়ে মূল অধিগঠনকে সঞ্জনিত করে।

২.০ বাধ্যতামূলক সংবর্তন ও ইচ্ছামূলক সংবর্তন

২.১ বাধ্যতামূলক সংবর্তন (Obligatory Transformation)

অধোগঠন থেকে অধিগঠনে উৎসারিত হওয়ার সময় যে সংবর্তন ঘটবেই অর্থাৎ বাক্যগঠনের নিয়ম অনুসারে যে সংবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটে তাকে বাধ্যতামূলক (Obligatory) সংবর্তন বলে। এখানে বাক্যের রূপতত্ত্বগত ও আন্বয়িক গঠনের শর্ত পালিত হয়। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮০)

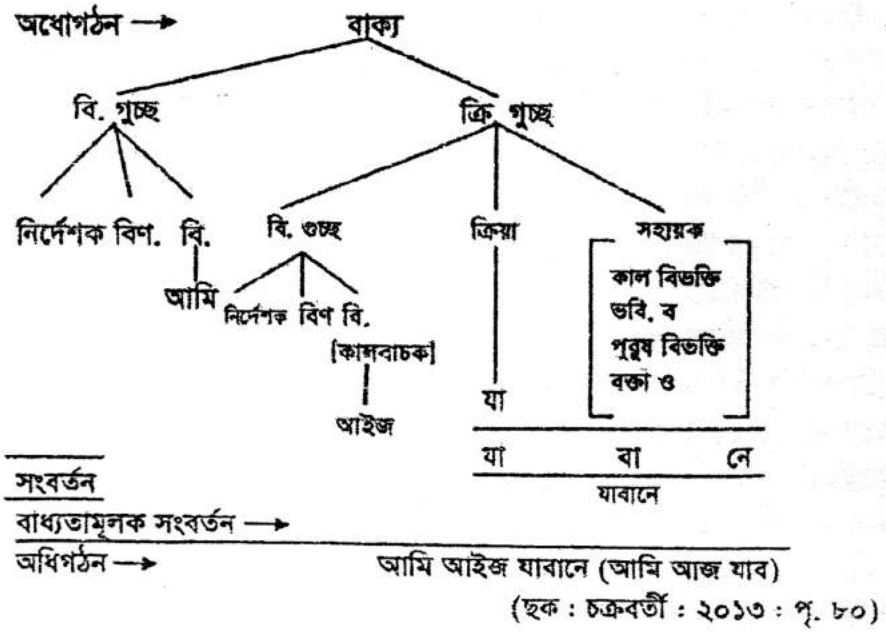

(ছক : চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮০)

২.২ ইচ্ছামূলক সংবর্তন (Optional Transformation)

বক্তার ইচ্ছানুসারে যে সংবর্তনগুলি ঘটে তাদের ইচ্ছামূলক সংবর্তন বলা হয়। যেমন বাচ্য সংবর্তন, বিশেষ্যভবন, বিলোপন প্রভৃতি সংবর্তন ইচ্ছামূলক সংবর্তন।

আমরা এখানে সংবর্তনগুলি পরিমান অনুসারে চার প্রকার - তা লক্ষ করব।

১. সংযোজন [ADDITION]

২. বিলোপন [DELETION]

৩. রূপান্তরণ [SUBSTITION]

৪. বিপর্যাস [EXTRAPOSITION]

মনে রাখতে হবে একই সঙ্গে এক বা একাধিক সংবর্তন হতে পারে।

আমরা এখানে প্রথমে ধ্বনিগত সংবর্তন আলোচনা করে পরে আন্বয়িক সংবর্তনগুলি আলোচনা করেছি। ধ্বনিগত সংবর্তন আসলে ধ্বনি খণ্ডগত সংবর্তন বা Segmental Transformation হিসাবে দেখা উচিত। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮১)

৩.০ ধ্বনিখণ্ড সংবর্তন (Segmental Transformation)

ধ্বনিখণ্ড সংবর্তন বা ধ্বনি সংবর্তন সাধারণভাবেই সংযোজন, বিলোপন রূপান্তরণ ও বিপর্যাস এই চার প্রকারের হতে পারে। ধ্বনি সংবর্তন কখনো বাধ্যতামূলক সংবর্তন কখনো বা ইচ্ছামূলক সংবর্তন। আঞ্চলিক ভাষায়, শিষ্ট ভাষাতে ও সাধারণ কথাবার্তায়, অশিক্ষিত লোকদের কথাবার্তায় অসচেতন ভাবে কথা বলায় নানা ধরণের ধ্বনিগত সংবর্তন লক্ষ করা যায়।

প্রথানুগত ব্যাকরণে এই ধ্বনি সংবর্তনের অনেকগুলিই ঐতিহাসিক ব্যাকরণের সূত্রে এবং বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ধ্বনি পরিবর্তন হিসাবে দেখা হয়েছে। আমরা সেগুলোর পরিবর্তে সংবর্তন কথাটি ব্যবহার করতে চাই, তার কারণ ধ্বনি পরিবর্তনের যে কারণগুলো দেখানো হয়েছে তা একটি কারণ বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে সেখানে ঘটছে নানাবিধ কারণ। ধ্বনি পরিবর্তনের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একই উদাহরণকে নানাবিধ ধ্বনি পরিবর্তন হিসাবে দেখানো সম্ভব নয়।

ধ্বনি সংবর্তনের এই চার প্রকারের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ব্যাকরণের যাবতীয় ধ্বনি পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। একই সঙ্গে একাধিক সংবর্তন সেগুলো কি কি তাও নির্ধারণ করা সম্ভব।

এছাড়া মানুষের কথা বলা আসলে বাক্য সঞ্জনন এবং সেই বাক্য সঞ্জননের ক্ষেত্রে সংবর্তনের মাধ্যমে আমরা পাই বাক্যগুলির অধিগঠন। সুতরাং ধ্বনি সংবর্তন এই কারণেই এই সংবর্তনী সূত্র অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমরা ফরিদপুরের উপভাষার প্রধান চার প্রকারের ধ্বনি সংবর্তন উদাহরণসহ দেখাব। এখানে একটি সংবর্তন হিসাবে দেখালেও এর মধ্যে একাধিক ধ্বনি সংবর্তন হতে পারে।

ধ্বনি সংবর্তনের ক্ষেত্রে পৃথক শব্দ হিসাবে বা রূপ হিসাবে না দেখে বাক্যের অন্তর্গত শব্দের বা রূপের ধ্বনিগত সংবর্তন হিসাবেই দেখা উচিত। কারণ কথা বলার ক্ষেত্রে 'বাক্য' এ বৃহত্তম এককটিকেই ব্যাকরণে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। (চক্রবর্তী : ২০১৩ পৃ. ৮১-৮২)

৩.১ ধ্বনি সংযোজন (Addition)

প্রচলিত ব্যাকরণের শ্রুতিধ্বনি, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, স্বরাগম প্রভৃতি ধ্বনি পরিবর্তন সূত্র আসলে ধ্বনি সংযোজন জাতীয় সংবর্তন।

অর্ধেক ⇒ আদ্দেক [আ ধ্বনি যোগ]

কৃমি ⇒ কিরমি [ই ধ্বনি যোগ]

গ্রাম ⇒ গিরাম [ই ধ্বনি যোগ]

গ্লাস ⇒ গিলাশ [ই ধ্বনি যোগ]

মৃত্যু ⇒ মিতত্যু [ই ধ্বনি যোগ]

প্রচলিত ব্যাকরণের স্বরভক্তি বা বিপকর্ষ সর্বদাই ধ্বনি সংযোজন নাও হতে পারে। যেমন -
রত্ন ⇒ রতন (আসলে একটি বিপর্যাস)
বাক্য সঞ্জননের সূত্র অনুযায়ী বৃক্ষরেখাচিত্রে এই জাতীয় সংযোজন দেখানো হলো।

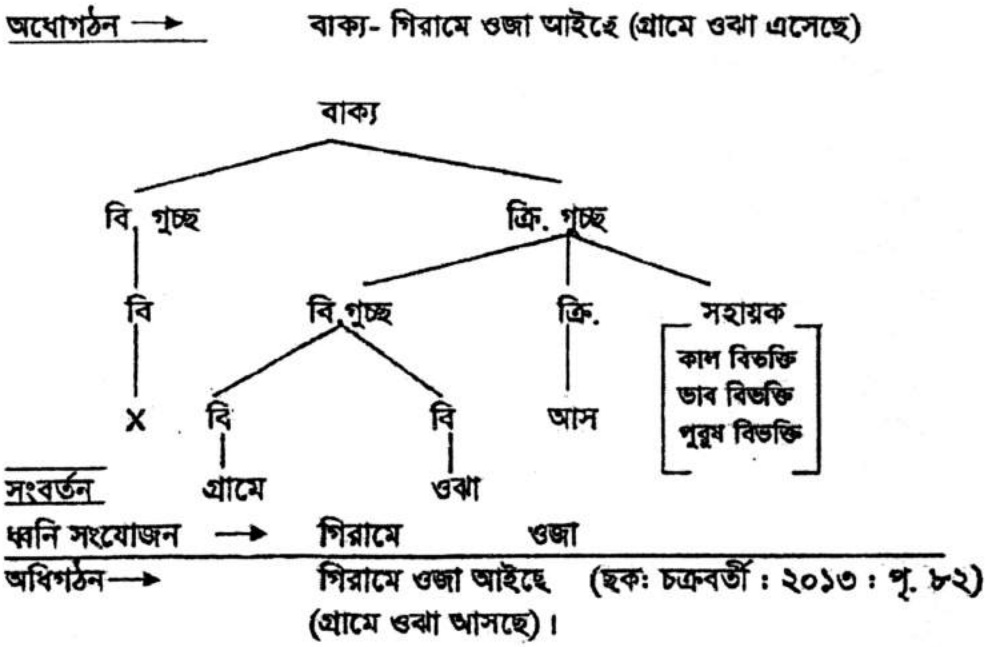

(ছক: চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮২)

৩.২ ধ্বনি বিলোপন (Deletion)

ধ্বনি বিলোপনের ক্ষেত্রে স্বরাঘাতের পরিবর্তে শ্বাসাঘাত প্রবণতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ঝোঁক বা শ্বাসাঘাতের ফলে দুর্বল ধ্বনিগুলি লোপ পেয়ে যায়। যেমন -

অর্ধ ⇒ আদ্দেক [মাঝখানের ´(র্) ধ্বনি লোপ]
কুয়াশা ⇒ কুয়া [শা শেষের ধ্বনি লোপ]
দশোহরা ⇒ দশোরা [হ মাঝের ধ্বনি লোপ]
মামা ⇒ মাম [া অন্ত ধ্বনি বিলোপন]
হজ্জ ⇒ অজ [হ্ আদি ধ্বনি লোপ]
হতাশ ⇒ অতাশ [হ্ আদি ধ্বনি লোপ]
হয় ⇒ অয় [হ্ আদি ধ্বনি লোপ]

এখানে সংকোচন জাতীয় সংবর্তন হচ্ছে।

কি রকম ⇒ কিরোম [ক ধ্বনি লোপ]
কতো দুর ⇒ কোদ্দুর [ও ধ্বনি লোপ। ত > দ তে রূপান্তরণ]
তা হোলে ⇒ তলি [হো ধ্বনি লোপ]

বাক্যগর্ভিত সমাসের ক্ষেত্রে জাতীয় সংকোচন লক্ষ করা যায়। যথা -
যা ইচ্ছে তাই ⇒ যাচ্ছে তাই

এসব ক্ষেত্রে অক্ষর (Syllable) গত পার্থক্য দেখা যায়।
যেমন - যা = ইচ. = ছে = তাই। = যাইচ্ = ছে = তাই।

৪টি অক্ষর ৩টি অক্ষরে পরিণত হয়েছে।
একটি পুরো বাক্যের বাক্যখণ্ড-র সংকোচন ও ধ্বনি সংবর্তনের ফলে ঘটে থাকে।
তাহা না হোলে ⇒ তা না হলে ⇒ তা না ওলি

Redundancy -র ফলে, উচ্চারিত হচ্ছে না এমন ধ্বনিগুলিও যেন আছে এই ধরনের বিভ্রম ঘটায়। আসলে ধ্বনিগুলি সব উচ্চারিত মনে করা হচ্ছে বলে ধারণা জন্মালেও তা প্রকৃত পক্ষে ধ্বনি বিলোপন।
যেমন -

এই ইচকুলের ছাওয়াল মাইয়েরা তাদের মাশ্টারসাবের সাতে যাবে
(এই স্কুলের ছেলে মেয়েরা তাহের মাস্টার সাহেবের সঙ্গে যাবে)।
এখানে 'মাশটার সাহেব এর' উচ্চারিত হচ্ছে 'মাশ্টারসাবের' কিন্তু ধারণায় থেকে যাচ্ছে পুরো শব্দটিই। এইভাবে -
এই ইচকুলের ছাওয়াল মাইয়েরা হেড স্যারের সঙ্গে যাইবে
(এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা হেড মাস্টার স্যারের সঙ্গে যাবে)
এই গিরামের দুইডে ছাওয়াল ইনবারসিটিতে যাইবে
(এই গ্রামের দুটি ছেলে ইউনিভার্সিটিতে যাবে)।

অনেক সময় দেখা যায় সমাসবদ্ধ পদের ক্ষেত্রে প্রথম পদটির শেষ ধ্বনি, বিশেষত ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন লোপ পায়।
যথা -

মামার বাড়ি	=	মামবারি (মামবাড়ি)
বিয়ের বাড়ি	=	বিয়েবারি (বিয়েবাড়ি)
কিন্তু মামার ঘর	=	*মামাঘর হয় না।

ধ্বনি বিলোপন বাক্যের গঠনে কেমন করে হয় তা বৃক্ষরেখাচিত্রে দেখানো হলো -

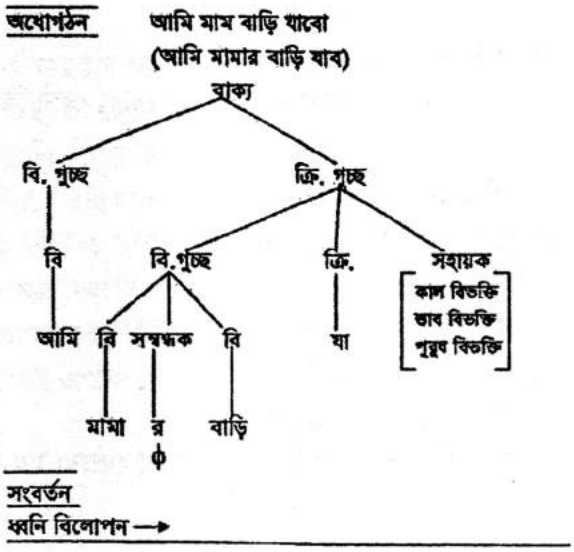

অধিগঠন → আমি মামবাড়ি যাবো (ছক : চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮৪)

৩.৩ ধ্বনি রূপান্তরণ (Substitution)

পরিবর্ত ধ্বনিস্থাপন-ই ধ্বনি রূপান্তরণ। প্রচলিত অধিব্যাকরণ অনুসারে সমীভবন, বিষমীভবন, মূর্ধন্যীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অল্পপ্রাণীভবন, উষ্মীভবন, সকারীভবন, রকারীভবন, ম্যালাপ্রপিজম (Malapropism) প্রভৃতি ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রগুলি এই ধরনের ধ্বনি রূপান্তরণ।

প্রকৃতপক্ষে এখানে একটি ধ্বনির বদলে অন্য ধ্বনি স্থাপন করা হয়। যথা -

দূর্গা ⇒ দুগ্গা [র > গ সাদৃশ্য]
দুধ ⇒ দুদ [ধ > দ সাদৃশ্য]
টিকিট ⇒ টিগিট [ক > গ সাদৃশ্য]
লাল ⇒ রাঙা [ল > র বৈসাদৃশ্য]

আমাদের মুখের ভাষা জীবন্ত। ফলে, আমাদের চারপাশে তৈরি হচ্ছে নানাবিধ নতুন নতুন ধ্বনির সংগঠন। ব্যক্তিগত উচ্চারণের ত্রুটি থেকেও আমরা ধ্বনিখণ্ড রূপান্তরণের উদাহরণ পেতে পারি। যেমন -

কথা বলছে ⇒ কতা কোইছে

অবশ্যই এটি ঔপভাষিক ব্যবহার। উচ্চারণ ত্রুটি হল -

কথা ⇒ কতা

মনস্তাত্ত্বিক কারণে ধ্বনিগত রূপান্তরণ ঘটতে পারে। যেমন বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের মতো করে উচ্চারণ করে। যথা -

দুধ খাবে ⇒ দুদু খাবে

ম্যালাপ্রপিজমের ক্ষেত্রে ধ্বনিগত রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থগত পরিবর্তন বা বিপর্যয় ঘটতে পারে। যেমন,

এনাউন্স করছে ⇒ এলাউন্স কচ্ছে

এক্ষেত্রে অর্থগত বিপর্যয় ঘটছে। ধ্বনি রূপান্তরণকে বিকল্পনও বলা যায়।

৩.৪ ধ্বনি বিপর্যাস [Extraposition]

দুটি ধ্বনির অবস্থান বিপর্যয় বা বিপর্যাসকে [metathesis] ধ্বনি বিপর্যাস বলা হয়। যেমন

রিকশা ⇒ রিশকা
বাক্স ⇒ বাশকো
চারি ⇒ চাইর
মারি ⇒ মাইর
মার্কা ⇒ মাকরা

ফরিদপুরের উপভাষার অপিনিহিতির যে সব উদাহরণ দেওয়া হয় তা স্বর-ব্যাঞ্জনের বিপর্যাস ছাড়া কিছু নয়।

২.৩.৫ বচন সংবর্তন ও লিঙ্গ সংবর্তন (Number Transformation and Gender Transformation) :

বচন সংবর্তন, লিঙ্গ সংবর্তন প্রভৃতিও ধ্বনিখণ্ড সংবর্তনের অন্তর্গত। যেমন -

ছাওয়াল ⇒ মাইয়ে (লিঙ্গ সংবর্তন)

ছাওয়াল ⇒ মাইয়েরা (বচন সংবর্তন)

এখানে উভয় ক্ষেত্রেই সংযোজন জাতীয় সংবর্তন ঘটেছে।

নানা ধরণের শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি যোগও ধ্বনিখণ্ডগত সংবর্তন। যেমন

আমি ⇒ আমাকে, আমারে
আমার

এগুলি শব্দবিভক্তি সংযোজনের উদাহরণ। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে চারটি বিভক্তি পরপর সংযোজিত হতে পারে।

সিদ্ধ ধাতু	+ সাধিত বা বিস্তার বিভক্তি	+প্রকার বিভক্তি	+কাল বিভক্তি	+পুরুষ বিভক্তি
	১	২	৩	৪
-কর	-আ	-এছ	-ইল	-লাম

⇒ করা (সাধিত বা বিস্তার বিভক্তি)
করাচ্ছিলাম (সবকটি বিভক্তি যুক্ত হয়ে)
করছিলাম (প্রকার + কাল + পুরুষ)
করলাম (কাল + পুরুষ)

বাচ্যসংবর্তন, বাক্যের বিশেষ্যীভবন, আত্মবাচক বাক্য সংবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধ্বনিখণ্ডগত সংবর্তন ঘটে। যথা

ক্রিয়া ⇒ ক্রি. বি. করছি ⇒ করা

আত্মবাচক বাক্যের ক্রিয়াও আত্মবাচক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। যথা -

সে বোই বান্দে (সে বই বাঁধে) ⇒ সে বোই বান্দায় (সে বই বাঁধায়)

যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি সর্বদা অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, কখনো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাকে বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) বলে। (শ' : ১৪০৩ : পৃ. ৩৭২) যেমন - 'বেশি পাকা আমের রস আমার পছন্দের খাওয়ার।' এখানে 'আমের' শব্দের '-এর' বিভক্তিটি বদ্ধ রূপিম। 'এই ছাওয়ালডি ভারি মিষ্টি' এবং 'ঐ ছাওয়ালডা বকাটে' - এই দু'টি বাক্যে '-টি' ও '-টা' বদ্ধরূপিম '-টি' ও '-টা' দু'টিরই অর্থ আছে, আছে বলেই 'ছাওয়ালডি' বললে একটা আদরের ভাব এবং 'ছাওয়ালডা' বললে একটা ঘৃণার বা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে ওঠে। '-টি' ও '-টা দু'য়েরই সূক্ষ্ম অর্থ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও '-টি' বা '-টা'র আলাদা ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার স্বাধীনতা নেই। সব সময় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েই এগুলি ব্যবহৃত হয়। এই রকমের রূপিমকেই বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) বলে ।

উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি বদ্ধ রূপমূল যোগও ধ্বনি সংযোজন। যথা -

শব্দ	বদ্ধ রূপমূল	নতুন শব্দ
আওয়াজ	এর	আওয়াজের
আম	এর	আমের
গিন্না	র	গিন্নার
ছাওয়াল	ডা	ছাওয়ালডা
ছাওয়াল	ডি	ছাওয়ালডি
তার	চেয়ে	তাচ্চে
বোই	ডা	বইডা
সভ্য	অ	অশোব্বো

৪. অধিধ্বনি [Suprasegment]

মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করি অন্যান্য বিভিন্ন বস্তু থেকে নির্গত আওয়াজের মতো সেগুলোও ধ্বনি। তফাৎ এই যে মুখ দিয়ে উচ্চারিত ধ্বনি যদি অর্থবাহী হয় তবে তা হয়ে ওঠে বাগ্‌ধ্বনি । এই বাগ্‌ধ্বনি ধ্বনিখণ্ড (Segment) হিসেবে পরিচিত। এই বাগ্‌ধ্বনির-ই সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে ব্যাকরণের ভাষায় বলে Suprasegment বা অধিধ্বনি। ধ্বনিখণ্ডের সঙ্গে অধিধ্বনি মিলেমিশে এক হয়ে থাকে। আলাদা করা যায় না বলে অনেকে অ-বিভাজ্য ধ্বনি বলতে চান। কিন্তু অধিধ্বনি অ-বিভাজ্য ধ্বনি নয়। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮৬-৮৭)

যেমন - 'আমি বাড়ি যাবো' এই বাক্যটি সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য। একে যদি প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত করা যায় তবে শ্বাসাঘাত, সুরাঘাত ভিন্ন জায়গায় পড়বে। ফলে, এই শ্বাসাঘাত, সুরাঘাত যদি অ-বিভাজ্য ধ্বনি হতো তাহলে একই ধ্বনিখণ্ডের বিন্যাসে তার বিন্যাস পরিবর্তন ঘটত না।

অধিধ্বনি ধ্বনিখণ্ডের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে, আর সেই বৈশিষ্ট্য মানুষের উচ্চারিত ভাষার সঙ্গে বা প্রকৃত কথা বলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। লিখিত ভাষার কোনো অধিধ্বনি নেই। কারণ সে ভাষা বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত হয় না। সুতরাং অধিধ্বনি মূলত বাগ্‌যন্ত্র নির্ভর এবং বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তার অর্থগত (semantic) ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভাষাবিজ্ঞানিদের কাছে ধ্বনির অতিরিক্ত একটি দিক অনেক আগে থাকতেই ধরা পড়েছিল। সুরন্যাস (Intonation) আলোচনা প্রধানত ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। Palmer [1822], Armstrong and Ward [1926]; kingdon [1958]; O. Connor Arnold [1964 and 1973]; Halliday [1970]; Pike [1945] প্রমুখ সুরন্যাস বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বই রচনা করেছেন। অবশ্য এগুলিতে অভ্যাসের দিকেই বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন Bolinger [1972]; Crystal [1969]; Ladd [1980] প্রমুখ। সুরন্যাসের ক্ষেত্রে নানা তত্ত্বগত সমস্যাকে Ladd তুলে ধরেছেন। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছন্দোগত নানা দিক লক্ষ্য করা বিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন - Jakobson [1931]; Trubetzkoy [1939]; Trager [1941]; Firth [1948 1957]; Haugen [1931], Pike [1954 1955 and 1960]; Hill [1964] প্রমুখ।

সুরন্যাস - ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য এগুলি আসলে অধিধ্বনি হিসেবেই দেখা উচিত। Suprasegmental features বা অধিধ্বনি বলতে বোঝায় — এক সাঁট বা গুচ্ছ বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে সুরন্যাস ঝোঁক এবং পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে। ঘুরিয়ে বলা যায় — এমন বৈশিষ্ট্যসমূহ যার এলাকা একটি ধ্বনি খণ্ডের থেকেও অধিক [Hamp : 1957]। কিন্তু এই সংজ্ঞার মধ্যেও বিভ্রান্তি এসে পড়ে। ধ্বনিখণ্ডগুলির এলাকা

নিয়ে যদি অধিধ্বনি নির্ধারণ করা হয়, তাহলে স্বরপ্রক্রম-ঝোঁক এবং পরিমাণ এই এলাকার মধ্যে পড়ে না। আবার যদি বলা হয় একটি ধ্বনিখণ্ডের থেকে অধিক এলাকা নিয়ে আছে এমন বৈশিষ্ট্য সমূহ ধ্বনির অধিখণ্ড, তা হলেও বিভ্রান্তি থেকে যায়। যেমন ধরা যাক স্বরধ্বনিগুলির ক্ষেত্রে স্বরসঙ্গতি প্রভৃতি অধিধ্বনি বলে তখন বিবেচিত হবে। কিন্তু তা তো নয়। সুর, ঝোঁক এবং পরিমাণ এর ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য দেখে তাদের ধ্বনিখণ্ডগত বৈশিষ্ট্যগুলির থেকে আলাদা করে দেখা হয়। ধ্বনিখণ্ডগত ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের থেকে পৃথক এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই আমরা তাই অধিধ্বনি হিসাবে দেখব। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮৭-৮৮)

৪.১ ধ্বনিখণ্ডগুলির বৈশিষ্ট্য এবং অধিধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য

Ilse Lehiste ধ্বনিখণ্ডগুলির বৈশিষ্ট্য এবং অধিধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি সুন্দর বিভাজন দেখিয়েছেন। ধ্বনিখণ্ডগুলির বৈশিষ্ট্য নিহিত লক্ষণ বা Inherent features কিন্তু অধিধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য নিহিত লক্ষণগুলির উপরে স্থাপিত লক্ষণসমূহ (Overlaid function)। যেমন কোনো ধ্বনির উচ্চারণ তার নিহিত লক্ষণ। আর সুরন্যাস তার উপরে আনীত লক্ষণ। সুতরাং কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সময় তার স্বলক্ষণ অনুযায়ী যদি ঘোষধ্বনি হয় তাহলে ঘোষধ্বনির মতো বারংবারতা (frequency) নিয়ে আসবে আর তার সঙ্গে তৈরি করবে সুরগত (tonal) বা সুরন্যাসগত (intonational) প্যাটার্ন। প্রত্যেক ধ্বনিখণ্ডের ধ্বনিখণ্ড হিসাবে পরিচিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়গত এলাকা আছে। এই নিহিত সময়গত স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে পরিমাণ (quantity) গত দিকটি। প্রতিটি ধ্বনিখণ্ড যদি ধ্বনিত্বগতভাবে বোঝা যায় তাহলে তার উচ্চারণ প্রচেষ্টার মধ্যে আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ তীব্রতা (intensity)। বল (Stress) - এর মধ্য দিয়ে উচ্চারণগত এবং শারীরবিদ্যাগত বিষয়গুলি প্রকাশ পায়। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৮৮)

ধ্বনিখণ্ড এবং অধিধ্বনির মধ্যে পার্থক্য হলো — ধ্বনিখণ্ডগুলি কোন অবস্থানে বসবে সেই উল্লেখ ছাড়াই তাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়। তাদের উপস্থিতি অনুসন্ধানের মাধ্যমে কিংবা পদ-প্রকরণগত তুলনার (Paradigmatic Comparison) অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্বের আবিষ্কারে একটি উপাদানকে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মধ্য দিয়ে জানা যায়। পক্ষান্তরে অধিধ্বনিগুলির ক্ষেত্রে কোন অবস্থানে বসেছে অর্থাৎ বাকপ্রবাহক্রম (Syntagmatic)-গত তুলনার মাধ্যমে অধিধ্বনিগুলি নির্ধারণ করতে হয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ইচ্ছে করে চলে যাই ।

এখানে 'ই' ধ্বনিখণ্ডটি [+ উচ্চ + সম্মুখ]। যে কোনো অবস্থানেই এর স্বলক্ষণ একই থাকবে। এখানে 'ই' ধ্বনিখণ্ডের ওপর 'বল' দেওয়া হয়েছে কিন্তু অন্য কোন অবস্থানে এই 'বল' নাও থাকতে পারে। যেমন, 'তুমি যাও'-এর 'ই' ধ্বনিতে কোনো বল দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং ধ্বনিখণ্ডগত বিচারে tumi-র i স্বনিম এবং icche -র i স্বনিমের স্বলক্ষণ এক, কোনো তফাৎ নেই। আর অধিধ্বনিগত বিচারে বাকপ্রবাহক্রম লক্ষ করে আমরা উভয় ক্ষেত্রে 'বল'-গত পার্থক্য লক্ষ্য করি। অতএব ধ্বনিখণ্ড এবং অধিধ্বনির পার্থক্য প্রকারগত ও মাত্রাগত।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে ধ্বনিখণ্ড এবং অধিধ্বনিখণ্ড-র মধ্যে। এই পার্থক্য থেকে আমরা অধিধ্বনি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারি। ধ্বনিখণ্ডর গুণ বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে নির্দিষ্ট, ধ্বনিখণ্ডের বৈশিষ্ট্যের সীমার বাইরে বিপরীত প্যাটার্নে বিন্যস্ত লক্ষণগুলিকে অধিধ্বনি বলে। অর্থাৎ এই সংজ্ঞা দিয়ে বোঝা যায় যে, অধিধ্বনির মধ্যে ধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি গুণ এবং সময় দিয়ে নির্দিষ্ট। অধিধ্বনি সেই সীমানা অতিক্রম করে যায়। তবুও সহজভাবে এই সংজ্ঞা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা আসে। Trager [1958], Markel [1965] - এর বক্তব্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে একই ধ্বনিতত্ত্বগত উপাদান প্রায়ভাষার (Para Language) স্তরে কখনো কখনো কাজ করে। প্রায়ভাষা দুটি ক্ষেত্রে কাজ করে — সুরগত গুণ এবং স্বর সংযোজন। সুরগত গুণ-এর মধ্যে পড়ে সুরস্তর-এর এলাকা (Pitch range), সুরস্তর নিয়ন্ত্রণ (Pitch control), অনুরণন (resonance) উচ্চারণগত নিয়ন্ত্রণ (articulation control) এবং দ্রুতি (tempo)। স্বরসংযোজন- এর ক্ষেত্রে দেখা

যাবে উপাদানের নিজস্ব কড়ি ও কোমল স্বর, উচ্চ ও নিম্ন সুরস্তর, টেনে টেনে কথা বলা (drawling), কেটে কেটে কথা বলা (clipping), যদি (Pause) এবং ইতস্তত করা (Fumbling) ইত্যাদি দিক। অবশ্য সুরস্তর, বল এবং পরিমাণ প্রভৃতি অধিধ্বনির ক্ষেত্রে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায়ভাষাগত (Para Language) ভূমিকা আমাদের লক্ষ করা উচিত।

ছন্দের বিষয় হিসাবে ধ্বনিতত্ত্বগত প্রতিরূপ (Phonetic correlates) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা Twaddell (1953) Jakobson, Fant I Halle (1952) করেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রে অধিধ্বনিগুলির মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে Ilse Lehiste (1970) -র ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অধিধ্বনির যে বিন্যাস আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন সেই বিন্যাসটিকেই দেখান হলো এখানে-

অধিধ্বনির বিভিন্ন দিক:

	অধিধ্বনিতগত শারীরতত্ত্বগত	পরিমাণ লক্ষণ উচ্চারণ ক্রম-এর সময়	সুরলক্ষণ ধ্বনন	বল লক্ষণ শরীরতত্ত্বগত প্রত্যঙ্গ সংস্থান
	ধ্বনিতরঙ্গময় প্রকাশ	ধ্বনিতরঙ্গ সঙ্কেতের কালমাত্রা	স্বর পল্লবের কম্পাঙ্কমান	তীব্রতা ও ব্যাপ্তি
	বোধ	স্থায়িত্বের বোধ	সুরস্তর ধারণা	স্বরব্যাপ্তির বোধ এবং বলের বোধ
	ধ্বনিতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য	১. স্বরধ্বনির নিজস্ব দৈর্ঘ্য ২. ধ্বনিখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ	১. নিজস্ব সুরস্তর ২. ধ্বনিখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ	১. নিজস্ব তীব্রতা ২. স্বর পল্লবের কম্পাঙ্কমান
		৩. ব্যঞ্জনধ্বনির নিজস্ব দৈর্ঘ্য ৪. পরিমাণ ও ধ্বনিত্বগত গুণ ৫. প্রাসঙ্গিক পার্থক্যের পরিমাণ ৬. অধিধ্বনির নিয়ন্ত্রণগত বিষয় ৭. ধ্বনিবিজ্ঞানগত একক এর উচ্চস্তরে নিয়ন্ত্রণ মূলক বিষয় হিসাবে অবস্থান	৩. ধ্বননের উপরে সুরখণ্ডের প্রভাব ৪. ধ্বনিত্বগত গুণ ৫. প্রাসঙ্গিক পার্থক্যের পরিমান ও প্রকার ৬. অধিধ্বনির নিয়ন্ত্রণগত বিষয় বিষয়	৩. বলের স্থায়িত্বের ভূমিকা ৪. বলে অধিধ্বনিগত প্রতিরূপ ৫. পরম্পরা সঙ্কেত
ভাষাবিজ্ঞানগত ক্রিয়া	পদস্তর	পরিমাণ	সুরখণ্ড	শব্দবল
	বাক্যস্তর	দ্রুতি	সুরন্যাস	বাক্যস্তরে বল

(চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৯০)

পদস্তরে ধ্বনি পরিমাণ (Quantity), সুরখণ্ড (Tone) এবং শব্দবল (Word Stress) এই তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে। আবার ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাক্যের ব্যবহারে পাওয়া যাবে দ্রুতি (Temp o), সুরন্যাস (Intonation) এবং বাক্যস্তরে বল (Sentence level stress)প্রভৃতি অধিধ্বনি। বক্তার দিক থেকে অধিধ্বনি ব্যবহার যেমন বাগযন্ত্র থেকে উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে শ্রুত হয় তেমনি শ্রোতার কাছে তা পৌঁছে তার মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রে। যিনি জোরে কথা বলছেন তাঁর কাছে মোটর ক্রিয়া প্রাধান্য পায়। যিনি শুনছেন তাঁর কাছে শ্রুতি অনুভূতি সক্রিয় হয়। তেমনি আস্তে বলার ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখা যায়।

৪.২ পরিমাণ লক্ষণ :

অধিধ্বনির পরিমাণ লক্ষণ হিসাবে নানা বিষয় পাওয়া যায়। যেমন পদস্তরে Quantity বা পরিমাণ। আর বাক্য স্তরে Tempo বা দ্রুতি। স্বনিমগুলির দৈর্ঘ্য স্বনিমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়। পদের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকমের। অনেক ভাষায় এই স্বরদৈর্ঘ্যের গুরুত্ব আছে। শব্দের অর্থ বদলে যায় অনেক

ভাষায়। বাংলা ভাষায় এরকমটা ঘটে না। বাংলাভাষায় দীর্ঘ স্বনিম হিসাবে 'উ' এবং 'ঈ'-র ব্যবহার নেই।

বাক্যস্তরে স্বরের দৈর্ঘ্য দেখা যায়। সেই সঙ্গে duration বা স্থায়িত্ব কাজ করে। স্বনিমগুলির নির্দিষ্ট উচ্চারণ সময় বাক্যে ব্যবহারের ফলে নানাবিধ রূপ ধারণ করে। কোনো বিশেষ স্বনিম একই বাক্যে একাধিক বার ব্যবহার করা হলে সর্বত্রই উচ্চারণের সময় একই duration বা স্থায়িত্ব গ্রহণ করবে তা নয়। কথা বলার ভঙ্গি অনুসারে তা নানারকমের রূপ নেবে (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৯১)।

যেমন - কাইলকে কোনো কাম করি নেই

(কালকে কোনো কাজ করি নি)।

- এই বাক্যে 'কা' [ক্ + আ] দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। 'কাল'-এর 'কা'-র স্থায়িত্ব 'কাম'-এর 'কা'-এর উচ্চারণের সময়ের তুলনায় বেশি। এই স্থায়িত্ব অনুসন্ধান বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। একে Quantization বা পরিমাণ নির্ধারণ বলে। ধ্বনিতরঙ্গ পরিমাপ করা হয়। এখানে মূল সূক্ষ্ম ধ্বনির সঙ্গে অনেক মিশ্র ধ্বনি (noise) থেকে যায়। স্বরগ্রামের সময় এর মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

৪.৩ বাক্যস্তরে বল (Sentence Level Stress)

বাংলা ভাষায় বাক্যস্তরে বল গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ বাক্য-তে বল অনেক কম থাকে। কিন্তু হ্রস্ব বাক্যে বল অনেক বেশি থাকে। বাঙালির শ্বাসাঘাত প্রবণতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ভাষায় শ্বাসাঘাত (stress) বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলে। ইংরেজি ভষায় কবিতার ছন্দ শ্বাসাঘাত যুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য দিয়ে ঠিক করা হয়। বাক্যে এই শ্বাসাঘাত বাক্যের শেষে পড়ে স্বাভাবিক ভাবে। এই নিয়মকে সাধারণ ভাবে 'Neuclear Stress Rule' বলে। Stress অন্যত্র সরে গেলে হয় অধিধ্বনির সংবর্তন। বাক্যস্তরে বল ব্যবহার করে একটি শব্দকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন- আমি যাবো-আমি র্যাবো (এখানে যাওয়াকে দেওয়া হচ্ছে)

আমি যাবো (এখানে আমি কে জোর দেওয়া হয়েছে)

শব্দটি গুরুত্ব পাওয়ার ফলে বাক্যের অর্থ বদলে যায়। তাই এই বদল শব্দস্তরের সংবর্তন নয়। বাক্যস্তরের সংবর্তন। এই সংবর্তন বাক্যস্তরে বক্তার অভিপ্রায়কে প্রকাশ করে।

অধিধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে মানুষের ভাষা ব্যবহারের আচরণগত দিকটি বিশেষভাবে বোঝা যায়। যেমন - সাধারণভাবে 'আমি যাবো' বললে তা একটি বিবৃতি বোঝায়। Primary Stress হীন বাক্যে বল ও সুরন্যাস ব্যবহৃত হলে বাক্যের রূপ বদলে যায়। অর্থও বদলে যায়। কিন্তু যদি অধিধ্বনির বিশেষ ব্যবহার থাকে তাহলে তার অর্থ বদলায়। যেমন - আমি যাবো (এখানে প্রশ্ন কিংবা নেতিবাচক একটি অর্থ তৈরি হতে পারে) অধিধ্বনি প্রকাশিত হয় ভাষা ব্যবহারের (Performance) মাধ্যমে। এর সঙ্গে পারঙ্গমতাবোধের (Competence) একটি পার্থক্য আছে। পারঙ্গমতাবোধের যে ধারণা বা রূপ তা অনড় হতে পারে কিন্তু ভাষার মডেল সর্বদাই পরিবর্তমান অর্থাৎ বদলে চলে।

অধিধ্বনির ব্যবহার কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কখন কোন্ পরিবেশে কীভাবে কথা বলতে হবে তা অধিধ্বনির মাধ্যমে বোঝা যায়। বাক্যের অধোগঠনেই বাক্যের Phonological Rules-এর সঙ্গে অধিধ্বনির সূত্র যুক্ত করা প্রয়োজন। চমস্কি এই বিষয়টি অধিগঠনে দেখান নি। অধোগঠনে Aux বা সহায়ক অংশে সংবর্তন সূত্র বা Transformation Rules থাকে। সেই সংবর্তন সূত্রের মধ্যেই অধিধ্বনি ব্যবহারের সূত্র অবস্থিত। যেমন, Statement বা বিবৃতি হিসাবে যখন বলা হয় সে আইজ এইহেনে আসপে (সে আজ এখানে আসবে) তখন অধিধ্বনির ব্যবহার একরকম। সুরন্যাস, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে। যখন বিস্ময়সূচক বাক্যে পরিণত করা হবে তখন তা সংবর্তন সূত্রের মাধ্যমে সহায়ক অংশে নির্দেশ করা হবে। সুরন্যাস, শ্বাসাঘাত, দ্রুতি ইত্যাদি তখন বদলে যাবে। স্বাভাবিকের মাত্রাকে অতিক্রম করবে স্বরগ্রাম। আবার প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে এই স্বরগ্রাম, দ্রুতি, সুরন্যাস, বল বা শ্বাসাঘাত প্রভৃতি

বিষয় বদলে যাবে। এখানে শ্বাসাঘাত-এর ব্যবহার দিয়ে প্রশ্নবাক্যের ক্ষেত্রে অধিধ্বনি ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যের অর্থ যাওয়ার বিষয়টি দেখানো হলো।

ক. সে আইজগে এঁইহেনে আসপে
(সে আজ এঁখানে আসবে)।

'এখাঁনে-র 'এ' উপর শ্বাসাঘাত পড়ায় কোন্ জায়গায় আসবে তা নিয়ে বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

খ. র্সে আইজগে এইহেনে আসপে
(র্সে আজ এখানে আসবে)।

' সে' - উপর শ্বাসাঘাত বোঝাচ্ছে ব্যক্তির আসা বিষয়ক প্রশ্ন।

গ. সে আঁইজগে এইহেনে আসপে
(সে আঁজ এখানে আসবে)।

'আইজ' -এর উপর শ্বাসাঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রশ্নটি দিন বা কাল বিষয়ক প্রশ্ন।

ঘ. সে আইজগে এইহেনে আঁসপে
(সে আজ এখানে আঁসবে)।

শ্বাসাঘাত ক্রিয়াপদের উপর পড়েছে। অর্থ আসা ক্রিয়াকে অবলম্বন করে তৈরি হয়েছে। অধিধ্বনি হিসেবে কেবল শ্বাসাঘাত বিষয়টি এখানে দেখা হয়েছে। সুরন্যাস, দ্রুতি, স্বরগ্রাম ইত্যাদি এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেমন অনেক লোকের সামনে চেঁচিয়ে অর্থাৎ loudness যুক্ত স্বরে বা উচ্চ স্বরগ্রামে প্রশ্ন করা যেতে পারে। বা সেখানে যদি আবহাওয়া ভারী থাকে তাহলে ব্যবহৃত হবে নিম্ন স্বরগ্রাম এবং ফিসফিস করেও কথা বলা হতে পারে। থমথমে ভারী পরিবেশে নির্বোধের উচ্চ স্বরগ্রাম পরিবেশ নষ্ট করে দিতে পারে। আনন্দময় পরিবেশে কর্কশ এবং রসকষহীন কণ্ঠস্বর বা অধিধ্বনি ব্যবহার পরিবেশের সুর কেটে দেয় অনেক সময়।

এইভেবে অধিধ্বনির ব্যবহারের সঙ্গে একটি সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক সংযুক্ত হয়। এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অধিধ্বনি ব্যবহার বেং সংবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। ফলে Suprasegmental Rules - এর সঙ্গে Psychological Rules যুক্ত করার বিষয়টি এই আলোচনায় ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলে গ্রহণ করেছেন। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ.৩)

সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় অধিধ্বনি প্রয়োগ কৌশল লক্ষ্য করা জরুরি। মানুষের পারঙ্গমতায় অবস্থিত অধিধ্বনি এবং তার প্রয়োগ বৈশ্বিক ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে থাকে। কোনো অপিরিচিত ভাষার ধ্বনি শুনে তার অর্থ বুঝতে না পারলেও অনেক ক্ষেত্রে অধিধ্বনি শুনে অর্থ নিরূপণ করা সহজ হয়। ভয় পেলে কিংবা আনন্দ হলে আমরা প্রায় একই ধরণের অধিধ্বনি ব্যবহার করে থাকি। দুঃখের সময় যে কথা উচ্চারিত হয় সেই বেদনাবাহী ধ্বনিগুলি সঙ্গে প্রকাশিত অধিধ্বনি পৃথিবীর সব ভাষায় প্রায় এক। আপাত দৃষ্টিতে অধিধ্বনি সঞ্জননের প্রক্রিয়াটিও সার্বজনীন। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে অধিধ্বনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ একটি ধারণা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে বাংলা ভাষার ধ্বনিখণ্ড সংবর্তন এবং অধিধ্বনি সংবর্তন সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে একটি নতুন সংযোজন হিসাবে দেখা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার ধ্বনি-সংবর্তন আর অধিধ্বনি সংবর্তন এই আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৯৩)

একই সঙ্গে একথা বলা সঙ্গত যে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় ধ্বনিখণ্ড সংবর্তন এবং

অধিধ্বনি সংবর্তন উভয়বিধ সংবর্তনই অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫.০ অধিধ্বনিগত সংবর্তন (Suprasegmental Transformation)

অধিধ্বনিগত সংবর্তন প্রকৃতপক্ষে বাক্যের আন্বয়িক সংবর্তনের অন্তর্গত। প্রথমে আমরা অধিধ্বনি বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করেছি। এখন এই জাতীয় কিছু সংবর্তন কেমন করে বাক্যের অন্বয়গত সংবর্তন ঘটাচ্ছে তা লক্ষ করব।

৫.১ পদস্তরে পরিমাণগত অধিধ্বনি সংবর্তন

সাধারণভাবে 'কি' বলা আর বেশ টেনে 'কি-ই-ই' উচ্চারণ অধিধ্বনিগত সংবর্তন ঘটায়। এটি হলো উচ্চারণের স্থায়িত্বগত পরিমাণ। এই ধরণের নানা রকম পদস্তরে ধ্বনির স্থায়িত্বগত অধিধ্বনি সংবর্তন ঘটে। খুব টেনে টেনে যদি কেউ কথা বলে তাহলে এই জাতীয় সংবর্তন হবে। যেমন-কে —> কে এ এ। অনেক সময় ধ্বনির দ্বিত্বত্ত ঘটে। যথা- কতো -> কত্তো । এখানেও স্থায়িত্বগত পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কবিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘধ্বনি ২ কলা (morae) এবং হ্রস্বধ্বনি ১ কলা (morae) হিসাবে লক্ষ্য করা যায়।

বাক্যস্তরে অধিধ্বনিগত সংবর্তন নিয়ে আসে দ্রুতি (Tempo)। যেমন খুব তাড়াতাড়ি কথা বলা বা ধীরে ধীরে কথা বলা, উত্তেজিত স্বরে বলা কিংবা অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলা, মজার সুরে বলা বা রেগে গিয়ে বলা প্রভৃতিতে এই দ্রুতিগত সংবর্তন ঘটে। যান্ত্রিকভাবে বলার সঙ্গে এই দ্রুতি ব্যবহার, ভাষাগত সংবর্তন স্পষ্ট করে দেয়।

শব্দস্তরে পরিমাণের ভূমিকার সঙ্গে বাক্যস্তরে পরিমাণগত ভূমিকা সম্পূর্ণ আলাদা। বক্তার মনোভাব বা কোন পরিবেশ বলা হচ্ছে সেই ধারণা এই বাক্যস্তরে পাওয়া যায়। এখানে থেমে থেমে বলার ক্ষেত্রে তফাৎ কতটা ঘটছে তা যেমন দেখা হয় তেমনি আবেগের তারতম্যও ভাষা ব্যবহারে তারতম্য ঘটায়। Fonagy এবং Magdics [1960] দেখান যে অবস্থা অনুযায়ী দ্রুতিগত পার্থক্য ঘটছে। যেমন - কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে গড় সময় প্রতি সেকেন্ডে ৯.৪টি ধ্বনি, খেলার ধারা বিবরণীতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৩.৪৩টি ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে তাঁরা দেখান।

শব্দস্তরে সুরখণ্ড (Tone) গত সংবর্তন দেখা যায়। স্বরপল্লবের কম্পাঙ্কমান (Fundamental Frequency) স্বাধীনভাবে শব্দস্তরে সুরখণ্ড হিসাবে কাজ করে। এর এলাকা একটি শব্দ বা অক্ষর হতে পারে। সুরখণ্ডের স্বলক্ষণগত দিক অক্ষরে দেখা যায়। যেমন আস্তে করে বলা -চুপ- এর সঙ্গে জোরে বলা - চুপ -এর মধ্যে স্বরপল্লবের কম্পাঙ্ক মান-এর পার্থক্য দেখা যাবে। এই পার্থক্য ঘটছে অধিধ্বনিগত সংবর্তনের মাধ্যমে। সুরখণ্ডকে এখানে সুরধ্বনিম বা স্বনিম বা Toneme হিসাবে দেখা হয়। বৈদিক ভাষায় সুরের পরিবর্তন অর্থগত পরিবর্তন আনত। যেমন, রাজপুত্র (যার ছেলে রাজা) রাজপুত্র (রাজার ছেলে। (চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ.৯৪)

বাক্যস্তরে সুরন্যাস (Intonation) লক্ষ করা যায়। এটি মুলত বাক্য উচ্চারণ নির্ভর। সুরন্যাস উচ্চ-নিম্ন-মধ্যোচ্চ-মধ্যনিম্ন ইত্যাদি নানা স্তরের লক্ষ্য করা যায়। সুরন্যাস অনুযায়ী সাধারণ বিবৃতিধর্মী বাক্যকে বিস্ময়বোধক বাক্যে অথবা প্রশ্নবোধক বাক্যে সংবর্তিত করা যায়। যেমন,

অধিগঠন - তুমি যাবা?

অধিধ্বনি -

সুরন্যাস ব্যবহার - তুমি যাবা

প্রথমটিতে 'যাওয়া' নিয়ে প্রশ্ন। 'তুমি'-র যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন অধিধ্বনি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

অধোগঠন

বিবৃতিধর্মী বাক্য : তুমি যাবা

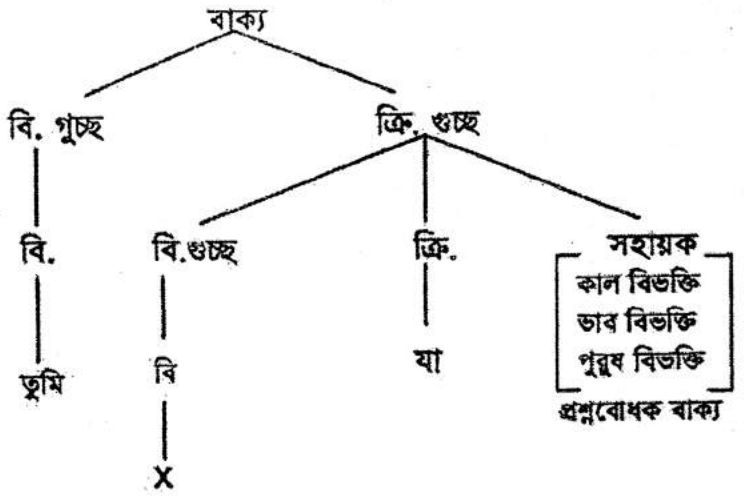

সংবর্তন

প্রশ্নবাক্য সংবর্তন-সুরন্যাস গত বৈশিষ্ট্য যোগ

(চক্রবর্তী : ২০১৩ : পৃ. ৯৫)

৫.২ শব্দ বল (Stress)

শব্দস্তরে এটি কাজ করে। অনেক ভাষায় শব্দে বলের পার্থক্য অনুযায়ী অর্থ বদল ঘটে। যেমন ইংরেজি, জার্মান ও রাশিয়ান ভাষা। ইংরেজি 'defile = বিশেষ্য defile = ক্রিয়া (সেন : ১৯৩২ : পৃ. ৪০)

বাংলায় স্বাভাবিক ভাবে এ জাতীয় অর্থগত পার্থক্য ঘটে না। কিন্তু কথাবার্তায় ও কবিতায় এই বল-এর গুরুত্ব আছে। বল অনুসারে সংবর্তন ঘটে থাকে। যেমন- কর্ম > কাম এখানে বল এর জন্যই এই পরিবর্তন ঘটছে।

তথ্যপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার

১৯৪২ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

১৯৭২ সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলকাতা : বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড)।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার

১৯৭৪ বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

১৯৭৫ বাংলাভাষা প্রসঙ্গে (কলকাতা : জিজ্ঞাসা)।

১৯৮৮ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (কলকাতা : রূপা এণ্ড কোম্পানী)।

ইসলাম, রফিকুল

১৯৭৫ ভাষাতত্ত্ব (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান)।

বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ

১৯৭৫ বাংলাভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস, প্রথমাংশ (কলকাতা : পুথিপত্র)।

মজুমদার, পরেশচন্দ্র

১৩৮৩ (১৯৭৬) বাংলাভাষা পরিক্রমা (১ম খণ্ড : কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী)।

১৩৮৬ (১৯৭৯) বাংলাভাষা পরিক্রমা (২য় খণ্ড : কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী)।

আজাদ, হুমায়ুন
১৯৮৪ বাক্যতত্ত্ব (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)
১৯৮৪ বাঙলা ভাষা : বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন ১৭৪৩-১৯৮৩ (প্রথম খণ্ড : ঢাকা : বাংলা একাডেমী)।
১৯৮৫ বাঙলা ভাষা : বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন ১৭৪৩-১৯৮৩ (দ্বিতীয় খণ্ড : ঢাকা : বাংলা একাডেমী)।
১৯৮৮ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)।
মাসুদা, মুস্তফা
১৩৯২ (১৯৮৫) যশোর জেলার লোক সাহিত্য ঃ প্রবাদ-প্রবচন। (সাহিত্য পত্রিকা : ঢাকা : বাংলা একাডেমী)
১৯৯৪ যশোরের লোকসাহিত্য। (সাহিত্য পত্রিকা : ঢাকা : বাংলা একাডেমী)
নাথ, মৃণাল
১৯৯১ আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধান (১ম খণ্ড : কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।
ইসলাম, পি. এম. সফিকুল
১৯৯২ রাজশাহীর উপভাষা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)।
চক্রবর্তী, উদয় কুমার
১৯৯২ বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন (কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী)।
১৯৯২ বাংলা বাক্যে বিনির্দেশক বিনির্দিষ্ট উপাদান ব্যবহার, (বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা : কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৯৮ বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ (কলকাতা : শ্রী অরবিন্দ পাবলিকেশন)
২০০৪ বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন (কলকাতা : দেজ পাবলিশিং)।
২০০৬ নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ (কলকাতা ইন্দাস)।
২০১৩ বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ (কলকাতা : অরবিন্দ পাবলিকেশন)।
মনিরুজ্জামান
১৯৯৪ উপভাষা চর্চার ভূমিকা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)।
সেন, সুকুমার
১৯৯৪ ভাষার ইতিবৃত্ত (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ)।
শ', রামেশ্বর
১৪০৩ (১৯৯৬) সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (কলকাতা : পুস্তক বিপণি)।
মজুমদার, অতীন্দ্র
১৯৯৭ ভাষাতত্ত্ব (কলকাতা : নয়া প্রকাশ)।
মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর
১৯৯৭ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (কলকাতা : নয়া উদ্যোগ)।
২০০৭ ভাষা ও সাহিত্য (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি)।
২০১৩ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (ঢাকা : মাওলা বাদ্রার্স)।
মজুমদার, রমেশ চন্দ্র
১৯৯৮ বাংলাদেশের ইতিহাসে-প্রাচীন যুগ (কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ)।
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার
১৯৯৯ ভাষা ও সমাজ। (সম্পাদনা : কলকাতা : নয়া উদ্যোগ)।
রহমান, মতিয়র
২০০০ রাজবাড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা : দেশ প্রকাশ)।
চক্রবর্তী, নীলিমা
২০০৬ বাংলাভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব (কলকাতা : ইন্দাস)।
বাগচী, তপন

২০০৭ আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস (সম্পাদনা : ঢাকা : গতিধারা)

সোবহান, আনম আবদুস

২০০৮ ফরিদপুর ঐতিহ্য-১ (সম্পাদনা : ঢাকা : জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং)।

২০০৮ ফরিদপুর ঐতিহ্য-২ (সম্পাদনা : ঢাকা : জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং)।

২০০৮ ফরিদপুর ঐতিহ্য-৩ (সম্পাদনা : ঢাকা : জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং)।

বাংলাপিডিয়া

২০১১ বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (সম্পাদনা : খণ্ড ৮ : ঢাকা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি)।

মল্লিক, নূর মোহাম্মাদ

২০১৫ বরিশাল অঞ্চলের লোকসাহিত্য (ঢাকা : নালন্দা)।

Langer, Susanne K
1960 Speech and its communicative function (Quarterly Journal of Speech : New York : Speech Association of America).

Strevens, P
1965 Papers in Language and Language Teaching, (Oxford : Oxford University Press).

Chomsky, N and Halle, M
1968 The Sound Pattern of English (New York : Harper and Row).
1995 The Minimalist Program (Cambridge : The MIT Press).

Fillmore, CJ
1968 Laxical Entries for Verbs (Foundations of Language : New York : Springer).

Grierson, George A
1968 Languistic Survey of India (Calcutta : Grierson and the Gramophone Company).

Jacobs, Roderick A. & Rosenbaum, Peter S
1968 English Transformational Grammar (Blaisdell : Pub. Co. Printed in U S A).

Crystal, D & Davy, D.
1969 Investigating English Style (Harlow : Longman)
1980 Linguistics (Pelican : London : Penguin Books).
1982 Linguistics Controversies (London : Edward Arnold).
1985 A Dictionary of Linguistic and Phonetics (Oxford : Blackwell).

Lehiste, Ilse
1970 Suprasegmentals (Cambridge : The MIT Press).

Allen, J.P.B. and Buren, Paul Van
1971 Chomsky : Selected Readings (Edited : London : Oxford University Press).
1975 The Logical Structure of Linguistic Theory (New York : Plenum)
1981 Lectures on Government and Binding (Italy : Foris Publications)
1986 Knowledge of Language : Its Nature, Origin and Use (New York : Praeger).

Ervin - Tripp. S.
1971. 'Sociolinguistics'. In Fishman 1971. 92-151.

Householder, Fred W
1971 Linguistic Speculations (Cambridge : Cambridge University Press).

Ferguson, Charles A
1971 Language Structure and Language Use (California : Stanford University Press).

Greene, Judith
1972 Psycholinguistics, Chomsky and Psychology (London : Penguin Books).

Labov, W
1972 Sociolinguistic Patterns (Philadelphia : University of Pennsylvania Press).

Chatterji, Sunitikumar
1975 Origin and Development of the Bengali Language (Calcutta : Rupa & Co).

Chomsky, Noam
1975 The Logical Structure of Linguistics Theory (Logical Structure : New York : Plenum).
1975 (2003) Reflections on Language (New York : Pantheon Books).
1957 Syntactic Structures (The Hague : Mouton).
1964 Current Issues in Linguistic Theory (The Hague : Mouton).
1965 Aspects of the Theory of Syntax (Aspects : Cambridge : MIT Press).
1966 Topics in The Theory of Generative Grammar (The Hague : Mouton).

1972 Language and Mind (New York : Harcourt).
Halliday, MAK
1968 The Users and Uses of Language (The Hague : Mouton).
1975 Learning how to mean : Explorations in the development of Language (London : Edward Arnold).
Dittmar, N
1976 Sociolinguistics (London : Edward Arnold).
Bolinger, D
1978 Yes-No Questions are not Alternative Questions (Dordrecht : Reidel).
Smith, Neil and Wilson, Deirdre
1979 Modern Linguistics (London : Penguin Books).
Smith, P M
1979 Sex Markers in Speech in Scherer and Giles (New York : Cambridge University Press).
Hudson. R.
1980 Sociolinguistics (Cambridge : Cambridge University Press).
Radford, Andrean
1981 Transformational Syntax (Cambridge : Cambridge University Press).
Aarts F and Aarts, J
1982 English Syntactic Structures (Oxford : Pergamon).
1986 Barriers (Cambridge : The MIT Press).
1996 Powers and Prospects (London : Pluto Press).
Hawkins, J A
1983 Word Order Universals (New York : Academic Press).
Downes, W
1984 Language and Society (London : Fontana Paperbacks).
Finer, Daniel L
1985 The Syntax of Switch-reference (Linguistic Inquiry : Cambridge : The MIT Press).
1985 Psycholinguistics (Central Topics : London : Methuen & Co. Ltd.).
Montogomery, M
1985 An Introduction to Language and Society (London : Methuen).
Chatterjee, S
1986 Diglossia in Bengali (New Delhi : Penguin Books).
Bright, W
1992 International Encyclopedia of Linguistics (Editor in Chief : Oxford : Oxford University Press).
Chambers, J K
1995 Sociolinguistic Theory : Linguistic Variation and its Social Significance (Oxford : Basil Blackwell).
Bangladesh Bureau of Statistics
2011 Bangladesh Population and Housing Census (Community Report Faridpur Zila : Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics).